১৮-০৩-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১১-০৫-৮৩ মধুবন

"হে যুবকবৃন্দ ! বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যে নিমিত্ত হও"

আজ বাপদাদা হংস আসনধারী হোলিহংসদের সভা দেখছেন । প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ হোলি হংস আত্মা, যাদের বুদ্ধিতে এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই, এইরকম নিষ্ঠায় মগ্ন থাকে, তাদের স্থিতি হলো হংস আসন । এমন হোলিহংসদের দেখে বাপদাদাও পুলকিত হন । সব হোলিহংস 'জ্ঞানী তু আত্মা', 'যোগী তু আত্মা' এবং বিশ্ব কল্যাণকারী । দিলারাম বাবার স্মৃতি তোমাদের প্রত্যেকের মধ্যে ভরে আছে । প্রত্যেকে নিজের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বানানোর জন্য নিষ্ঠার সাথে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে । এইরকম শ্রেষ্ঠ সংগঠন পুরো কল্পে সঙ্গমযুগ ছাড়া আর কখনও তোমরা দেখতে পাওনা । একই পরিবার, এই নিষ্ঠা, একই লক্ষ্য এইরকম আর কখনও দেখবে ? বাপদাদাও তাঁর বাচ্চাদের জন্য গর্বিত হন । এত বড় পরিবার বা সংগঠন এবং তোমরা প্রত্যেকে শ্রেষ্ঠ বাবার বাচ্চা হওয়ার কারণে বাবার বরসার অধিকারী । সুতরাং, এত সব অধিকারী বাচ্চাদের দেখে বাবাও খুশি যে তোমরা এক এক বাচ্চা কুলদীপক । বিশ্ব পরিবর্তন করার নিমিত্ত আত্মা । প্রত্যেক চমকদার নক্ষত্র বিশ্বকে আলো দেয় । প্রত্যেকের ভাগ্যের অবিনাশী রেখা ললাটে
উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত । এমন শ্রেষ্ঠ সংগঠন, যে সংগঠন বিশ্বে এক মত, এক রাজ্য, এক ধর্মের স্থাপনা করার দৃঢ় সঙ্কল্পধারী । বাপদাদা যুবা-বর্গকে দেখছিলেন । তোমরা কুমার হও বা কুমারী, তোমাদের প্রত্যেকের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে যে তোমরা সবাই নিজের বিশ্বে বা দেশে বা সুখ শান্তির জন্য উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো আত্মাদের অর্থাৎ নিজের ভাই-বোনদের সুখ শান্তির অধিকার লাভে অবশ্যই সমর্থ বানাবে ; নিজের বিশ্বকে আবার একবার সুখ শান্তিময় বিশ্ব বানাবে । এই দৃঢ় সঙ্কল্প তোমাদের আছে, তাই না ! এত বড় সংগঠন কি না করতে পারে ! এক তো তোমরা শ্রেষ্ঠ, পবিত্র আত্মা, সুতরাং তোমাদের পবিত্রতার শক্তি আছে । দ্বিতীয়তঃ, মাস্টার সর্বশক্তিমান হওয়ার কারণে সর্বশক্তি তোমাদের সাথে আছে । সংগঠনের শক্তি আছে, সেইসঙ্গে ত্রিকালদর্শী হওয়ার কারণে তোমরা জানো যে অনেকবার তোমরা বিশ্ব পরিবর্তক হয়েছ, যেহেতু, তোমরা প্রতি কল্পে বিজয়ী হয়েছ, এইজন্য তোমাদের বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যে এখনও বিজয় নিশ্চিত । তোমরা হবে কি হবেনা, এই প্রশ্নই নেই । নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী ; তোমরা অনুভব করো যে সুখের সংসার প্রায় চলেই এসেছে, তাই না ! এটা নিশ্চিত যে বিশ্বের মালিকদের বিশ্বের রাজ্যপাট প্রাপ্ত হয়েই আছে । তোমরা যুবা-বর্গ কি করবে ? নিজের দেশের বা বিশ্বের রাজনৈতিক নেতাদের এই খুশির খবর শোনাও, যে বিষয়ে তোমরা স্বপ্ন দেখছ যে এইরকম কিছু হওয়া উচিৎ, আমরা অবশ্যই তোমাদের সেই ইচ্ছা পূরণ করে দেখবো । দেশ থেকে শুধু একরকম মূল্যবৃদ্ধি আমরা নির্মূল করবো না, বরং ডবল মূল্যবৃদ্ধি নির্মূল করে দেখাবো, ভালো চরিত্র দুর্লভ হওয়ার কারণে জিনিসপত্র দুর্মূল্য হয় । যখন ভালো চরিত্র দুষ্প্রাপ্য হয় অর্থাৎ যখন ভালো চরিত্রের দরিদ্রাবস্থা- দুঃখ, অশান্তি নির্মূল হয়ে যাবে, তখন স্বতঃই সর্ব আত্মারা শুধুমাত্র ধনবানই হবেনা, বরং তারা রাজ্য অধিকারী হয়ে যাবে । এই শুভ আশা পূরণ করে বিশ্বের নিমিত্ত আত্মাদের দেখাও । আমরা নিশ্চয়ই আমাদের দেশকে শ্রেষ্ঠ এবং এমন সমৃদ্ধশালী বানাবো, যেখানে না থাকবে কোনো অপ্রাপ্তি আর না থাকবে অপ্রাপ্তির কারণে উদ্ভূত সর্ব সমস্যা । এই দৃঢ় সঙ্কল্প সবাইকে শুধু শুনিও না বরং পরিবর্তনের স্যাম্পল হয়ে দেখাও কারণ সবদিক থেকে আশ্বস্ত হওয়ার স্লোগান অনেক শুনেছে মানুষ ! তারা এত শুনেছে যে শুনে শুনে তাদের বিশ্বাসই হারিয়ে গেছে । এইরকম

বলিয়ে'দের দেখে দেখে এখন তারা সত্যকেও প্রতারণা বলে মনে করছে । সুতরাং, শুধু বলা নয় । যে শব্দ উচ্চারণ করেছ তা' শুধু মুখের বলা না হয় যেন তোমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব বলে । তোমাদের প্রত্যেক হোলিহংসের পবিত্রতার ঝলক তোমাদের আচরণে বিকশিত হতে হবে । তোমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ স্মৃতির সামর্থ্য আশাহীন আত্মাদের মধ্যে আশার আলো জ্বালিয়ে দাও । বুঝেছ তোমরা, যুবাবর্গ তোমাদের কি করতে হবে !!

যুব-সম্প্রদায় দ্বারা বিনাশকারী কার্য সংঘটিত হওয়ার কারণে আজকের রাজনৈতিক নেতারা ভয় পায় । অতএব, তোমরা সব বিশ্ব কল্যাণকারী তাদের প্রমাণ করে দেখাও, তোমরা এই ভারত দেশের যুব-সম্প্রদায় নিজের ভারত দেশকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্বর্গ বানিয়ে, সারা বিশ্বকে দেখাবে যে ভারতই প্রাচীন অবিনাশী, সর্ব সম্পন্ন দেশ । ভারতই সারা বিশ্বকে আধ্যাত্মিক আলো দেখানোর লাইট হাউজ, কারণ যখন তারা চিনতে পারবে এই শ্রেষ্ঠ কর্তব্য করতে কে তোমাদের উৎসাহিত করেছেন, তখন আর কোনো কোশ্চেন ওঠার আবশ্যকতাই থাকবেনা । নিজের জীবন দ্বারা, কর্তব্য দ্বারা বাবার পরিচয় করাও । এই হিম্মত তো আছে তোমাদের, তাই না ! কুমারীরা কি ভাবছো ? লোকে যখন দুর্গার পূজা করে, তারা নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে । এখানে কত দুর্গা ! প্রত্যেক শিবশক্তি চমৎকার করে দেখাবে । তোমরাই সেই শক্তি, ঘরে ঘরে যাঁর পূজা হয় । সুতরাং, হে শিবশক্তি, তোমার ভক্তদের ফল তো দাও ! বেচারী অসহায় ভক্তরা তোমাদের কাছে ফল উৎসর্গ করতে করতে ক্লান্ত । তারা তোমাদের কত ফল অর্পণ করেছে ! অতএব, তারা এত যে ফলের নৈবেদ্য দিয়েছে, তাদের সেই ভক্তির রিটার্ণে কিছু ফল তো দেবে, তাই না ! ভক্তদের প্রতি করুণা হয়না ? এমনকি, পান্ডবদেরও পূজা হচ্ছে ! আজকাল, মহাবীর হনুমানের অনেক পূজা হচ্ছে, দ্বিতীয়তঃ, বিঘ্ন বিনাশক গণেশের । প্রত্যেকে শক্তি লাভ করার ইচ্ছা থেকে ভক্তি করছে । এমন ভক্ত আত্মাদের সর্বশক্তির ফল দাও । সদাকালের জন্য বিঘ্নকে পরাস্ত করার সহজ রাস্তা দেখাও । আর্তনাদ থেকে তাদের মুক্ত করে প্রাপ্তিস্বরূপ বানাও । যুব-সম্প্রদায় তোমাদের এমন সেবা করে দেখাতে হবে । বুঝেছ তোমরা ?

সদা নিজের শ্রেষ্ঠ জীবন দ্বারা অনেকের জীবন বানিয়ে, সর্ব ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠ, সুখী সংসারের শুভ কামনা পূর্ণ করে, ঘরে ঘরে শ্রেষ্ঠ চরিত্রের দীপ প্রজ্জ্বলনকারী, সদা অপ্রাপ্ত আত্মাদের প্রাপ্তি করায়, এমন দৃঢ় সঙ্কল্পধারী নিশ্চিত বিজয়ী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

কুমারদের প্রতি বাপদাদা সদা আশা রাখেন । কুমার বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারে । যদি সব কুমার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে চলে, তবে তারা অনেক চমৎকার করতে পারে । চমৎকার তো কুমাররাই করে, তাই না ! খেয়াল রেখো, বাপদাদার কাছে অটোমেটিকভাবে ফটো তোলা হয়ে যাচ্ছে । দৃঢ় সঙ্কল্পধারী কুমার তোমরা, তাই না ! কুমারদের শারীরিক বলও বেশি, এইজন্য ডবল কার্য করতে পারো । স্থাপনার কার্যে খুব ভালো সহযোগী হতে পারো । কুমারদের বুদ্ধিতে একটা বিষয় সদা বিদ্যমান, আমার বাবা আর আমার সেবা আর কিছুনা । যাদের বুদ্ধিতে সদা বাবা আর সেবা আছে তারা সহজেই মায়াজিৎ হতে পারে । কুমারদের শুধু একটা ব্যাপারে অ্যাটেনশন রাখতে হবে - সদা নিজেকে বিজি রাখো, অলস হয়োনা । শরীর আর বুদ্ধি উভয়কে বিজি রাখো । বিজি ম্যান হও, বিজনেসম্যান নয় । যেভাবে রোজকার দিনলিপি সেট করো, একইভাবে বুদ্ধিরও দিনলিপি সেট করো । এখন আমাকে এটা ভাবতে হবে, এখন আমাকে এটা করত হবে, যদি তোমার দিনচর্যা সেট থাকে তবে এই উপায়ে তুমি বিজি থাকবে । যারা বিজি থাকে মায়া তাদের কোনও রূপে অ্যাটাক করতে

পারেনা । বুদ্ধিকে বিজি রাখার সাধন আপন করে নাও অর্থাৎ বুদ্ধিকে বিজি রাখতে উপায় খুঁজে বার করো । শরীরকে বিজি রাখার সাধন যেমন আছে, তেমন বুদ্ধিতেও সদা স্মরণে, নেশায় বিজি থাকো । এইরকম দিনলিপি কিভাবে বানাতে হয় তোমরা কি জানো ? সদাকালের জন্য নিয়ম বানাও । অন্য নিয়ম যেমন আছে, তেমন আরও একটা নিয়ম বানাও, "আমাকে করতেই হবে " - এই দৃঢ় নিশ্চয় দ্বারা যে চমৎকার করতে চাও, তা' করতে পারো । কুমাররা হলো বাপদাদার কর্তব্যের নক্ষত্র । কুমাররা সেবার নিমিত্ত হয় । দৌড়ঝাঁপ তো কুমাররাই করে ! যে সেবাই হোক, তাতে কুমারদের বিশেষ পার্ট থাকে । সুতরাং, এই নেশা রাখো, যে তোমরা বিশেষ আত্মা, যাদের বিশেষ পার্ট আছে । এই খুশি বজায় রাখো । সুতরাং, দেখা যাবে, কুমার গ্রুপ কি করে দেখায় । কিছু করে দেখাতে হবে, শুধু বলা নয় । তোমরা নিশ্চয়বুদ্ধি এবং তোমাদের সেবার উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে । তোমরা অটল, তোমাদের টলানো যায়না । এইরকম অটল আত্মারা অন্যদেরও অটল বানিয়ে দেখাও ।

মহাদানী হয়ে নিরন্তর দান করতে থাকো । যখন নিজের ভান্ডার ভরপুর তখন অন্য আরও অনেককে তোমাদের দিতে হবে । সেবাকে সদা এগিয়ে নিয়ে চলো । এইরকম নয় যে, আজ তোমরা চান্স পেয়েছ তো করে নিলে, অথবা যখন চান্স পাবে, তখন করবে । না । যার কাছে খাজানা থাকে সে যেকোন জায়গা থেকে গরীবদের খুঁজে এনে, ঢাকঢোল পিটিয়ে নিশ্চয়ই দান করে, কারণ তারা জানে দান করলে পুণ্য লাভ করবে । সেই দান বিনাশী এবং তা' স্বার্থের উদ্দেশ্যেও হতে পারে । তোমরা তো সবাই অবিনাশী খাজানার মহাদানী । সুতরাং সেবাকে বাড়াও । রেস করো, মহাদানী হও । নিশ্চয়ের সাথে করো, এইরকম ভেবোনা ধরণী এইরকম বা ওইরকম ! এখন সময় বদলে গেছে, ধরিত্রীও বদলে যাচ্ছে । আগে এই ধরণীর যা রেজাল্ট ছিলো, এখন আর নেই । সময় বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করছে । আত্মাদের ইচ্ছাও পরিবর্তন হচ্ছে, তারা এটার প্রয়োজন অনুভব করছে । এখন এটাই সময়, সময় অনুসারে সদা মহাদানী হও, যদি বচনে না হয় তবে মন্সায়, মন্সা না হলে তবে কর্ম । কর্ম দ্বারা কোনো আত্মাকে পরিবর্তন করাই হলো কর্মণা । সম্পর্ক দ্বারাও কোনো আত্মাকে পরিবর্তন করতে পারো । এইরকম সেবাধারী হও । প্রতিদিন তোমাদের মন্সা, বাচা, কর্মণা দ্বারা তোমরা যে সেবা করেছ রোজ তার রেজাল্টের দিকে তাকিয়ে দেখ, কতো আত্মার সেবা করেছো । কতখানি উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে করেছো । এই রোজের রেজাল্ট নিজেই বার করো । নিজের এবং সেবা দুইয়েরই গতিতে এগিয়ে যাও । এখন কিছু নতুনত্ব আনো । তোমরা সেন্টার খুলেছো, গীতা পাঠশালা খুলেছো, মেলা করেছো, এইগুলো তো পুরানো ব্যাপার হয়ে গেছে, এখন নতুন কিছু উদ্ভাবন করো । নিজের এবং সেবায় কিছু নতুনত্ব অবশ্যই আনতে হবে , এই লক্ষ্য রাখো । নয়তো কখনো ক্লান্ত হয়ে যাবে অথবা কখনো বোর হয়ে যাবে । নতুনত্ব হলে সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকবে । আচ্ছা ।

মাতাদের সাথে :-

বিশেষভাবে মাতাদের জন্য বাপদাদা সহজ পথের উপহার নিয়ে এসেছেন । তোমরা সবাই সহজ পথের উপহার লাভ করেছো ? সহজ প্রাপ্তি যা হয় সেটাই উপহার । সুতরাং, বাপদাদা সহজ মার্গের গিফ্ট বিশেষভাবে নিয়ে এসেছেন, এই নেশায় থাকো । সবচেয়ে সহজ, "আমার বাবা" বলো, ব্যস্ ! "আমার বাবা" বলায় অনুভব করলে, তোমাদের সব প্রাপ্তি হয়ে যাবে । মাতাদের বিশেষ খুশি হওয়া উচিৎ যে বাবা বিশেষভাবে তোমাদের জন্য এসেছেন । আর অন্যরা যারা এসেছিলো, তারা পুরুষকে সামনে রেখেছিলো । ধর্মস্থাপকেরা এসে তাদের ধর্ম স্থাপন করে চলে গিয়েছিলেন । মাতাদের কেউই নামিগ্রামী (খ্যাতনামা) বানায়নি, সেক্ষেত্রে বাবা "মাতারা আগে" এই ধারা বিধিবদ্ধ করেন । সুতরাং, মাতারা

হয়েছে হারানিধি । কতো গভীর ভালোবাসার সাথে বাবা তোমাদের খুঁজেছেন এবং নিজের করে নিয়েছেন । তোমরা বিনা অ্যাড্রেসে তাঁকে খুঁজেছ, এইজন্য তাঁর প্রকৃত খোঁজ হয়নি । দেখ, বাবা কিভাবে কোনা-কোনা থেকে তোমাদের খুঁজে বার করেছেন ! বিভিন্ন বৃক্ষের শাখাসকল এখন এক বৃক্ষের হয়ে গেছে । এই বৃক্ষ এক চন্দন বৃক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে । লোকে বলে, দু'চারজন স্ত্রীলোকে একসাথে থাকতে পারেনা আর এখন মাতারা সারা বিশ্বে একতা স্থাপন করার নিমিত্ত । তারা বলে, মাতারা একসাথে থাকতে পারেনা, সেখানে বাবা বলেন, একমাত্র মাতারাই একসাথে থাকতে পারে । এমন মাতাদের বিশেষ পদ আছে । খুব খুশির সাথে নাচো আর গাও, বাহ্ ! আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য ! কখনও দুঃখের তরঙ্গ না খেলে । সবাই তোমরা দুঃখধাম ছেড়ে এসেছো, তাই না ? ব্যস্ ! তোমরা এখন শুধু সঙ্গমযুগী, সদা সুখধাম শান্তিধামের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে যেতে থাকো । মাতাদের দেখে বাপদাদা গৌরবান্বিত হন, যারা ছিলো আশাহীন তারা হয়েছে আশান্বিত এবং বিশ্ব কল্যাণকারী হয়ে গেছে । বিশ্ব এখন তোমাদের দিকে তাকিয়ে আছে যে তাদের কল্যাণকারী মাতারা কোথায় ? সুতরাং, এখন জগতের মাতা হয়ে জগতের কল্যাণ করো । শুধু লৌকিক পরিবারের দায়িত্ব পালন নয় বরং বিশ্বের সকল আত্মাদের সেবায় দায়িত্বশীল হও । তোমরা নিমিত্তরা যেখানেই থাকো সেটা কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু স্মৃতিতে সদা বিশ্ব সেবা রাখো । তোমাদের লক্ষ্য যেমন হবে, সেইভাবে নিজে থেকেই তোমাদের যোগ্যতারও বিকাশ ঘটবে । লক্ষ্য যদি বেহদের হয় তবে তোমাদের লক্ষণ অর্থাৎ যোগ্যতাও বেহদের হবে । নয়তো, হদের মধ্যেই ফেঁসে থাকবে । আমি বাবার, আমি বেহদের এই স্মৃতিতে সকল আত্মাদের প্রতি শুভ সঙ্কল্প দ্বারা সেবা করতে থাকো । উভয়ই সাথে সাথে থাকতে হবে । হয়তো বা মুখে কাউকে বোঝালে, কিন্তু শুভ ভাবনার বল সেই আত্মাকে যদি না দাও তবে কোনো ফল তুমি লাভ করতে পারবে না । মন্সা বাচা এই দুইয়ের দ্বারাই একসাথে সেবা করো । শুধু সন্দেশ দেওয়ার ওপর ভরসা কোরোনা, নয়তো তোমরা যা কিছুই বলো তাতেই হ্যাঁ হ্যাঁ বলে চলে যাবে । সাথে মন্সা সেবা হলে একইসঙ্গে যদি তোমরা মন্সা সেবা করো তবে তির লক্ষ্যভেদ করবে । মাতাদের সেবার ময়দানে আসা উচিৎ । এক-এক মাতা একটা সেবাকেন্দ্র সামলাতে পারে । যদি তোমাদের সময় না থাকে, তোমরা নিজেদের মধ্যে থেকে দু'তিনজনের গ্রুপ বানাও । এইরকম ব'লোনা যে, আমার পরিবারের বন্ধন আছে বা আমার বাচ্চা আছে । যাদের মায়েরা সোশ্যাল ওয়ার্কার হয়, তাদেরও তো বাচ্চা আছে, তাই না ! তারাও পড়াশোনা শেখে । সুতরাং, নিজেরা নিজেদের হ্যান্ডস বানাও আর সেবা বাড়াও । শক্তিরা এখন ময়দানে এসো । যে পালনা তোমরা পেয়েছো তার রিটার্ণ দাও । সেবা যতো বাড়াবে তোমরা ততো বেশি ফল লাভ করবে, বর্তমানও শক্তিশালী হবে আর ভবিষ্যৎ তো যেভাবেই হোক তৈরি হয়েই যাবে । যতো সার্ভিস করবে ততো নির্বিঘ্ন থাকবে আর খুশিও থাকবে । আচ্ছা !

কুমারীদের সাথে :-

কুমারীরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে জানে, তাই না ? নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যকে কখনো ভুলে যাওনা তো! সদা ভাগ্যকে স্মৃতিতে রেখে সামনে এগিয়ে চলো । সঙ্গমযুগের লিফ্টের গিফ্ট কুমারীদের প্রাপ্ত হয়, কারণ কুমারী জীবন দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত । তোমাদের ঘর চালানোর বা চাকরি - বাকরির কোনো চিন্তা নেই । কুমারী অর্থাৎ স্বতন্ত্র । স্বাতন্ত্র্য সবার খুব প্রিয় । অ-জ্ঞানেও সবার স্বতন্ত্র থাকাই লক্ষ্য থাকে, এই কারণে তোমরা সকলে "আমি স্বতন্ত্র আত্মা" এই স্বতন্ত্রতার বরদান লাভ করো । তোমরা স্বতন্ত্রতার বরদান লাভ করেছো, সুতরাং অন্যদেরও তোমরা এই বরদান দেবে, তাই না ! তোমরা কারও জালে আটকে যাচ্ছ না । যখন জাল থেকে বেরিয়ে এসেছো, এবং স্বতন্ত্র হয়েছো তখন তোমরা

সেবা করবে, তাই তো ? নামমাত্র এই পড়া যা বাকি আছে, সেটা পড়তে পড়তেও যেন সদা সেবার স্মৃতি থাকে । পড়া চলাকালীনও তোমাদের এই লক্ষ্য থাকবে, এমন কোন আত্মা আছে, যাকে আমি বাবার বানাতে পারি । পড়াশোনা করতে করতে পরখ করো কোন আত্মারা যোগ্য । তাহলে সেখানেও তোমাদের সেবা হয়ে যাবে । ভাষণ দেওয়া কুমারীদের শেখা উচিৎ । পড়া পড়তে পড়তে ক্রমাগত নিজেদের তৈরি করতে থাকো । পড়া সম্পূর্ণ হতেই নিজেদের সেবায় নিযুক্ত করো । আচ্ছা ।

বরদানঃ – হৃদয়ের স্নেহ আর সম্বন্ধের আধারে নৈকট্যের অনুভব করে নিরন্তর যোগী ভব

ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যে কেউ হৃদয়ের স্নেহ দিয়ে, একটা সম্বন্ধে বাবাকে স্মরণ করে আবার কেউ তাদের মগজ দ্বারা অর্থাৎ নলেজের আধারে সম্বন্ধকে অনুভব করার বারবার চেষ্টা করে । যেখানে হৃদয়ের স্নেহ আর সম্বন্ধ অতি প্রিয় অর্থাৎ নিকট হয় সেখানে স্মরণ ভুলে যাওয়া মুশকিল । শরীরের শিরায় শিরায় যেমন ব্লাড আছে, একইভাবে আত্মায় "নিশ–পল" অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে স্মরণ আত্মায় মিশে আছে । একেই বলা হয়ে থাকে, হৃদয়ের স্নেহসম্পন্ন নিরন্তর স্মরণ ।

স্লোগানঃ– নিঃস্বার্থ এবং নির্বিকল্প স্থিতি দ্বারা সেবা করলে তবে সফলতা লাভ করতে পারবে ।